বিএসইসি নিউজলেটার
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন

১ম সংখ্যা || বর্ষ ১ || তারিখ: ০১/১০/২০১৮

জাতির পিতার ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিএসইসিতে দোয়া মাহফিল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিএসইসিতে গত ২৮/০৮/২০১৮ তারিখে দোয়া মাহফিল এবং শোক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ আবদুল হালিম। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএসইসির চেয়ারম্যান ও সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মিজানুর রহমান। সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ সালে শাহাদত বরণকারী সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। সভায় বলা হয় যে, স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলতে বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সময় পেয়েছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর । এই সময়ের মধ্যেই তিনি পাকিস্তানীদের পরিত্যাক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিট জাতীয়করণ করার মাধ্যমে হাজার হাজার

শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্প-কারখানা চালুর পথকে করেছিলেন সুগম। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে বঙ্গবন্ধু নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন নিয়ে যখনই এগিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই একদল বিপথগামী সেনাসদস্যের জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় বঙ্গবন্ধুর বুক। সেই সাথে ফিকে হয়ে যায় বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ। দীর্ঘ চড়াই উৎড়াই পার হয়ে অবশেষে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে দেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। দেশ আজ মাধ্যম আয়ের দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। শিল্পবান্ধব পরিবেশের কারণে আজ দেশের শিল্পে বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে এবং মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্টীল ওর্য়াকস লিমিটেড-এ পুনঃচালুকরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমীর হোসেন আমু এমপি গত ০৫ জুলাই ২০১৮ রোজ বৃহস্পতিবার ১৯৯৪ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া রি-রোলিং মিল ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিমিটেড, টঙ্গী, গাজীপুর পুনঃচালুকরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী ইস্তেহারে বন্ধ শিল্প কারখানা পুনরায় চালুর ঘোষণা দিয়েছিলেন। এটি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী'র নির্দেশনা এবং পরামর্শ মোতাবেক বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন অধীন ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ পুনরায় চালু করা হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীটি ২৫ মে ১৯৭০ সালে পাবলিক লিঃ কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়। স্বাধীনতার পর পিও- ১৬/১৯৭২ বলে এটি পরিত্যাক্ত ঘোষনা করা হয় এবং পিও ২৭/৭২ বলে জাতীয়করণ করতঃ উহা পরিচালনার জন্য বিএসইসি'র অধীনে ন্যস্ত করা হয়। চালু অবস্থায় প্রতিষ্ঠানটির তিনটি শিল্প ইউনিট ছিল। ইউনিটসমূহে এম এস রড ও এ্যাঙ্গেল, সিআই (কাষ্ট আয়রন) প্রোডাক্ট এবং এনামেলের তৈজষপত্র উৎপাদিত হতো। রাষ্ট্রীয় খাতে একমাত্র ষ্টীল রি-রোলিং মিল চালু হওয়ায় বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে ২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ভবিষ্যতে শত শত লোকের এবং পরোক্ষভাবে কয়েক হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। উলেখ্য যে, জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শ্রমিক নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। উৎপাদন চালু করার পর প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এম.এস. রডের বাজার মূল্যের সাথে সংগতি রেখে দাম নির্ধারণ করা, কমিশন ভিত্তিক ডিলার-ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগের মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধি করা, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা কারখানা পরিচালনা করা, অতিদ্রুত ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ'র সেমি অটোমেটিক কারখানাটি চালু করার ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা। এছাড়াও, ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানের পণ্য বহুমুখীকরণের উদ্যোগ

গ্রহণ করা হবে এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেরেক, স্ক্রু, তারকাটা, কাঁটাতার, নাট-বোল্টু, দরজার ছিটকিনি ইত্যাদি বহুমুখী পণ্য বিদ্যমান মেশিনারীজ ব্যবহার করে তৈরি করা সম্ভব হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ জাহিদ আহ্সান রাসেল, মাননীয় এমপি, গাজীপুর-২ ও সভাপতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অ্যাডভোকেট মো: আজমত উল্লা খান, কার্যকরী সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, বাংলাদশ আওয়ামী লীগ ও সভাপতি, মহানগর আওয়ামী লীগ-গাজীপুর এবং অ্যাডভোকেট মো: জাহাঙ্গীর আলম, সাধারণ সম্পাদক, মহানগর আওয়ামী লীগ, গাজীপুর ও নবনির্বাচিত মেয়র, গাজীপুর সিটি করপোরেশন, গাজীপুর। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসইসি'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

নতুন শিল্প সচিবের যোগদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম শিল্প মন্ত্রণালয়ে ২০ আগস্ট ২০১৮ তারিখে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে তিনি মহাপরিচালক, গভর্ণেন্স ইনোভেশন (জিআইইউ), প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

জনাব মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব গত ২৮/০২/২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) -এর চেয়ারম্যান হিসেবে যোগদান করেন এবং ০৭/০৩/২০১৮ তারিখে বিএসইসি'র দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে তিনি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এর সাথে করপোরেট পার্টনার সমঝোতা স্মারক করেছে টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এর সাথে ২৪-০৫-২০১৮ তারিখে করপোরেট পার্টনার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। শিল্পমন্ত্রী আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু, এমপি এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এটলাসের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আ.ন.ম কামরুল ইসলাম এবং টিভিএস এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার রায় সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুলাহ্। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান, পরিচালক (অর্থ) জনাব কামাল উদ্দিন, টিভিএস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জে. একরাম হোসেন, উপদেষ্টা জনাব মোঃ আনছার আলী খানসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসইসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উলেখ্য, দুই বছর মেয়াদী এ সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এবং টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ করপোরেট পার্টনার হিসাবে কাজ করবে। টিভিএস থেকে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ বছরে ১৫ থেকে ২০ হাজার মোটর সাইকেল এর সিকেডি বা সম্পূর্ণ বিযুক্ত অবস্থায় ক্রয় করে তা এটলাসের নিজস্ব কারখানায় সংযোজনপূর্বক বিক্রয় করবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক অগ্রগতির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ভ্যাট ও ট্যাক্সবাবদ প্রায় ১৫ কোটি টাকা জমা হবে। এছাড়া বাজার চাহিদা বিবেচনায় শীঘ্রই এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এবং টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ যৌথভাবে বাংলাদেশ মোটরসাইকেলের গুরুত্বপূর্ণ খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনে বিনিয়োগের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এর জন্য সরকারি, আধাসরকারি, সায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওগুলোর মধ্যে সরকারি ক্রয় পদ্ধতি (DPM) এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মোটরসাইকেল সরবরাহ সুযোগ রয়েছে। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষেরের ফলে এখন থেকে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরাসরি মোটরসাইকেল সরবরাহ করতে পারবে।

শিল্প সচিব জনাব আবদুল হালিম এর বিএসইসিতে আগমন

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)-তে পাঁচ দিন ব্যাপী অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব আনসি-উল-হক ভুইয়া, পরিচালক (অর্থ), জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, পরিচালক (বাণিজ্যিক), বিএসইসি'র সচিব ড. মোঃ আমিরুল মমিনসহ বিএসইসি'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পূর্বে তিনি করপোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হন এবং সংস্থার উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করনে। পরে শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও ইনোভেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীগণের মাঝে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য বিএসইসি'র বিভিন্ন পর্যায়ের ২৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের 3S সেন্টারের শুভ উদ্বোধন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক আ ন ম কামরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। মাননীয় শিল্প মন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মান বেসরকারি খাতের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ করতে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে। অতীতে বিভিন্ন সময় গোষ্ঠিগত স্বার্থে

বাংলাদেশ স্টীল অ্যান্ড ইনজিনিয়ারিং করপোরেশনের (বিএসইসি) আওতাধীন প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের থ্রি-এস (3s/sales, Service& Spares) সেন্টারটি ০৫/০৭/২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় এ সেন্টার উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্পসচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুলাহ। এতে এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের ভারপ্রাপ্ত

সরকারি কারখানা পানির দরে বিক্রি করে দেয়া হয়। এর ফলে জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বর্তমান সরকার এসব কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ফিরিয়ে এনে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিচ্ছে। তিনি এটলাস 'থ্রি-এস' সেন্টারের সেবার মান অক্ষুন্ন রেখে একে লাভজনক প্রতিষ্ঠানের পরিণত করতে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীরদের পরামর্শ দেন।

পরে মন্ত্রী এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেডের থ্রি-এস সেন্টার উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, প্রায় ২ হাজার ২৫৬ বর্গফুট জায়গার ওপর এ সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এটি সার্ভিস সেন্টারের পাশাপাশি এটলাসের 'শো-রুম' হিসাবেও ব্যবহৃত হবে। এখানে মোটর সাইকেলের প্রয়োজনীয় স্পেয়ার সার্ভিস পার্টস বিক্রি হবে। এটলাসের গ্রাহক ছাড়া অন্য কোম্পানির মোটরবাইকের জন্যও সার্ভিসিং সেবার দুয়ার উন্মুক্ত থাকবে। ফলে এ সেন্টার এটলাস বাংলাদেশের জন্য আয়ের একটি নতুন উৎস হিসাবে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গাজী ওয়্যারস লিঃ-এর পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন কার্যক্রম

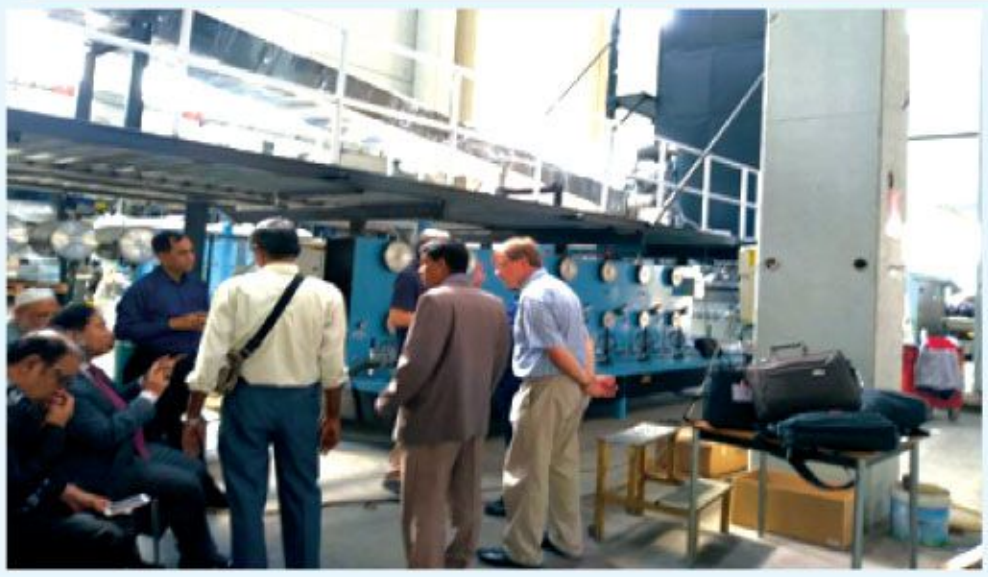

গাজী ওয়্যারস লিঃ-এর পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের কার্যক্রম হিসাবে Vertical Enameling Machine ক্রয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় বিএসইসি'র এর চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান, জনাব মোঃ ইয়াকুব আলী পাটওয়ারী, অতিরিক্ত সচিব, সদস্য (প্রশাসন), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, জনাব কামাল উদ্দিন, যুগ্মসচিব ও পরিচালক (অর্থ), বিএসইসি, শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জনাব এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম, যুগ্মসচিব, গাজী ওয়্যারস লিঃ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুস সবুর গত ১২/০৭/২০১৮ হতে ১৮/০৭/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ইতালিস্থ মেশিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সঠিক আছে কিনা তা শিপমেন্টের পূর্বে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইতালিস্থ কারখানায় গিয়ে মেশিনের ফ্যাক্টরী একসেপ্টটেন্স টেস্ট (FAT) সম্পন্ন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেব পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ, মেরামত এবং পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫-০২-২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলাস্থ বড় বাইশদিয়া ইউনিয়নের জাহাজমারা চর পয়েন্টে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ ভাঙ্গা এবং পুণঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বরগুনা জেলায় শিল্প বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় জাহাজ তৈরী কারখানা ও রি-সাক্লিং জোন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে শিল্প মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা প্রশাসক, বরগুনা-এর মতামতের আলোকে তালতলী উপজেলাধীন ছোট নিশানবাড়ীয়ায় পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত-করণ শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় শিল্প মন্ত্রী ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী গত ১১-০৩-২০১৮ তারিখ প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন এবং জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট নিশানবাড়ীয়া মৌজায় পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত স্থানে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের অনুকূল স্থান রয়েছে কিনা এবং তা Economically Viable হবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক বরগুনাকে অনুরোধ করা হয়েছে।

সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষি অঞ্চল বগুড়া জেলার ছয়পুকুরিয়া মৌজায় বিএসইসি-এর অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ১৫.৪২ একর জমিতে একটি পাওয়ার টিলার প্রস্তুত কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাইয়ে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-কে একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে মতামত/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

শিপ বিল্ডিং এবং রিপেয়ারিং প্রতিষ্ঠানে এনটিএল-এর এপিআই পাইপ বিক্রয়ে France-Gi Bureau Veritas (BV) নামক International Ship Classi-fication Societz-Gi Tzpe Approval and Certification সংগ্রহকরনসহ API লাইসেন্স পুনরায় ০২ (দুই) বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ন্যাশনাল টিউবস লিঃ-এর এপিআই পাইপ সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক লাইসেন্স DNVGL ও RINA প্রাপ্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রগতির কারখানায় মিৎশুবিশি পাজেরো স্পোর্ট (সিআর-৪৫) জীপের সাকসেসর অত্যাধুনিক পাজেরো স্পোর্ট (কিউএক্স) সংযোজন ও বাজারজাত কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এছাড়া প্রগতির কারখানায় জাপানের মিৎশুবিশি এল-২০০ ডাবল কেবিন পিকআপ সংযোজনের নিমিত্ত ২৪/০৯/২০১৭ তারিখে মিৎশুবিশি মোটরস-এর এশিয়ান এরজন্ট KLC এর সাথে প্রগতির একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ইটিএল এর নির্মিত কারখানা ভবন

ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ-এর কারাখানায় ফ্লোরোসেন্ট টিউব লাইটের পাশাপাশি বর্তমানে বিভিন্ন ওয়াটের এনার্জি সেভিং বাল্ব (সিএফএল) উৎপাদন করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতাবৃদ্ধি ও অটোমেশন এবং পণ্যের বহুমূখীকরণের আওতায় অধিকতর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি বাল্ব উৎপাদনের লক্ষ্যে 'এলইডি লাইট (সিকেডি) এ্যাসেম্বিলিং পান্ট ইন ইটিএল' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬ তলা ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে। উলেখ্য, ১৯৭৬ সালে বিএসইসি প্রতিষ্ঠার পর গত প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে এটিই এডিপিভূক্ত প্রথম প্রকল্প। প্রকল্পটির ব্যয় ৪৮.২৮ কোটি টাকা। ধার্যকৃত সময়সূচি অনুযায়ী আগামী জুন' ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিষ্ঠানের পণ্য ভান্ডারে নতুন পণ্য সংযোজন হবে এবং প্রতিষ্ঠানটি লাভজনকভাবে পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়।

ঢাকার তেজগাঁওস্থ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর নিজস্ব জায়গায় ৩৭ (সাইত্রিশ) তলা ভিত্তি বিশিষ্ট চৌদ্দ তলা সার্ভিস সেন্টার ও শোরুমসহ বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি ডিপিপি প্রনয়ণ করা হয়েছে। ডিপিপিটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশোধন পূর্বক পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির ব্যয় ৩৮২.৮৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন, ২০২৩। বর্তমানে লিকুইডিটি সার্টিফিকেটের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ উপলখ্যে বিএসইসি হতে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা আয়োজন করা হয়। এ শোভাযাত্রায় বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান-এর নেতৃত্বে পরিচালকবৃন্দ, সচিব, বিএসইসিসহ প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি অংশগ্রহণ করেন। আনন্দ শোভাযাত্রাটি ব্যানার, ফেস্টুনসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের পূর্ব নির্দেশনা অনুযায়ী বিকাল ৩.০০ টায় মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গনে সমাবেত হয়। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আলহাজ্ব আমির হোসেন আমু, এমপি মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার আনন্দ শোভাযাত্রার শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন। পরবর্তীতে শোভাযাত্রাটি জাতীয় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোক উৎসব আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ দেন।

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এওয়ার্ড-২০১৬ অর্জন

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের মান উন্নয়ন ও মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮/০৪/২০১৮ তারিখে গাজী ওয়্যারস লিঃ এবং ইস্টার্ন কেবলস্ লিঃ "ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি একসিলেন্স-২০১৬" এ্যাওয়ার্ড লাভ করে। ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। উলেখ্য যে, ২৬/১০/২০১৬ তারিখে প্রগতির ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ও "ন্যাশনাল প্রডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি একসিলেন্স-২০১৫"-এ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) কর্তৃক আয়োজিত ৫ দিনব্যাপী উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানটি ০১/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব আবুল কাশেম, অতিরিক্ত সচিব (ই-গভঃ, আইসিটি ও এমআইএস), শিল্প মন্ত্রণালয় যোগদান করেন। সভায় সভাপত্বি করেন জনাব কামাল উদ্দিন, পরিচালক (অর্থ), বিএসইসি। ৫ দিনব্যাপী উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীগণকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। উলেখ্য যে, ২৮/০১/২০১৮ হতে ০১/০২/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত কর্মশালাটিতে বিএসইসি ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন চালু আটটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ২৪ জন কর্মকতা অংশ গ্রহণ করেন। ৫ দিনব্যাপী উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালাটির ভ্যানু হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল ইস্টার্ন কেবলস লিঃ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

আইসিটি বিষয়ক বিবিধ কার্যক্রম

চেয়ারম্যান বিএসইসি জনাব মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য "উদ্ভাবন পাইলট প্রকল্প ডিজাইন" শীর্ষক কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মশালাটি ২০-২২মে ২০১৮ পর্যন্ত কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, খামারবাড়ী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চালু আটটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহযোগীতায় জাতীয় তথ্য বাতায়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েবসাইট হালনাগাদ-করণ বিষয়ে ১৪-০৩-২০১৮ হতে ১৫-০৭-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত দুই দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ে আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিএসইসি প্রধান কার্যালয়সহ শিল্প প্রতিষ্ঠানের আইটি সংশিষ্ট ১৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন জনাব মিজানুর রহমান, চেয়ারম্যান, বিএসইসি, সভাপতিত্ব করেন জনাব কামাল উদ্দিন, পরিচালক (অর্থ), বিএসইসি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব দৌলতুজ্জামান খান, একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মসূচিটি পরিচালনা করেন জনাব শিশির রঞ্জন রায়, একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিচালক (বাণিজ্যিক) জনাব নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ, সচিব বিএসইসি ড. মোঃ আমিরুল মমিনসহ অনান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমানের লক্ষ্যে এ টু আই (একসেস টু ইনফরমেশন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় দেশের সকল সরকারি অফিসে নথি সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজ ও দ্রুত সম্পাদনে নথি ব্যবস্থাপনা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে পরিচালনার নিমিত্ত ই-ফাইল সিস্টেম চালু করেছে। সরকারী নির্দেশনা বাস্তবায়নে সংস্থায় ইতোমধ্যে ই-নথি সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ই-নথি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম বেগবান করার জন্য বিএসইসি'র ৮৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারির অংশগ্রহণে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি উদ্বোধন করেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খান, উপসচিব, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (অর্থ) জনাব কামাল উদ্দিন যুগ্মসচিব, পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল) জনাব ডেভিড পল স্বপন খন্দকার যুগ্মসচিব, সচিব বিএসইসি ড. আমিরুল মমিন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, সিস্টেম এনালিস্ট, বিএসইসি। উল্লেখ্য যে, বিএসইসি'র গ্রহণ কৃত সকল পত্রের ১০০ ভাগ ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে আপলোড করা হচ্ছে এবং ৮৫% নথি ব্যবস্থাপনা ই-নথি সিস্টেমের মাধ্যমে করা হচ্ছে।

বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সকল ট্রেইনিং প্রোগ্রাম লাইভ প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিএসইসি প্রধান কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে কর্মকর্তা কর্মচারী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি তারা লাইভ প্রোগ্রাম অবলোকন করে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। এর মাধ্যমে সময় ও অর্থের সাশ্রয় ঘটছে।

দেশের একমাত্র ট্রান্সফরমার নির্মাতা সরকারি প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লি.-এর কারখানায় প্রি-পেইড মিটার তৈরি

প্রি-পেইড মিটার তৈরি করতে যাচ্ছে দেশের একমাত্র ট্রান্সফরমার নির্মাতা সরকারি প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লি. (জিইএম পান্ট হিসেবে পরিচিত)। গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকালে পতেঙ্গাস্থ জিইএম কোম্পানীতে আনুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। জিইএম প্লান্টের অভিভাবক সংস্থা বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের সচিব ড. মোঃ আমিরুল মমিন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কনফিডেন্স ইলেট্রোমেক লিমিটেডের (সিইএমএল) পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আখতারুজ্জামান এ স্মারকে সই করেন।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত জিইএম পান্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মো. ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএসইসি'র চেয়ারম্যান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, ইস্টার্ন কেবলস্ লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার উষাময় চাকমা, গাজী ওয়্যারস্ লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আবদুস সবুর, প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মো. তৌহিদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে জিএম প্লান্টের প্রশাসন বিভাগীয় প্রধান সুলতান আহম্মেদ ভূঁইয়া, বাণিজ্যিক বিভাগীয় প্রধান ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মালেক মোড়ল, উৎপাদন ও কারিগরি বিভাগীয় প্রধান ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল ইসলাম, হিসাব বিভাগীয় প্রধান নুরুল আনোয়ার চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার সাখাওয়াৎ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. হায়াত মাহমুদ, উর্ধ্বতন বাণিজ্যিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান, সিপিএল ও পিপিসির ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান, সিভিল ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ার কামাল হোসেন প্রমুখ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি চেয়ারম্যান, বিএসইসি বলেন 'সম্ভাবনা এবং সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নানান প্রতিবন্ধকতার কারণে জিইএম প্লান্ট এগুতে পারছে না। শেখ হাসিনা সরকার শিল্পের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় জিইম প্লান্টকে স্বনিভর্র করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। নতুন প্রি-পেইড মিটার তৈরি তারই সংযোজন। প্লান্টটি এগিয়ে গেলে চট্টগ্রাম তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। প্রাথমিকভাবে সিঙ্গেল ফেইজ ও থ্রি ফেইজ প্রি-পেইড মিটার প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে এ সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

এটলাস বাংলাদেশের পণ্য বহুমুখীকরনে কার্যক্রম গ্রহণ

সম্প্রতি বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে মোটরসাইকেল উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এসআরও-১৫৫/২০১৭ জারি করা হয়েছে। সেমতে কোন প্রতিষ্ঠান চেসিসসহ অন্য এক বা একাধিক যন্ত্রাংশ (যেমন হ্যান্ডেল , ফুয়েল ট্যাংক , রিয়ার ফর্ক, হুইল ইত্যাদি) নিজস্ব কারখানায় তৈরী করলে ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হবে। সরকারের এ সুযোগ কাজে লাগাতে সক্রিয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গত ২৪-০৩-২০১৮ তারিখে বিএসইসি'র চেয়ারম্যান ও এটলাস বাংলাদেশ লিঃ-এর কোম্পানী বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান এবং অন্যান্য বোর্ড সদস্যবৃন্দ এবিএল কারখানা পরিদর্শন করেন। সরকারের জারি কৃত এসআরও-এর সুবিধা গ্রহণে মোটরসাইকেল তৈরীর পরিকল্পনা বিষয়ে অবহিত করা হলে চেয়ারম্যান, বিএসইসি সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য চেসিসসহ সম্ভাব্য যন্ত্রাংশ তৈরীর নির্দেশনা প্রদান করেন।

নির্দেশনা মোতাবেক উৎপাদন বিভাগকে দ্রুততার সাথে চেসিসসহ সম্ভাব্য যন্ত্রাংশ তৈরীর নির্দেশ প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় উৎপাদন বিভাগ কার্যক্রম শুরু করে ৮০ সিসি মডেলের ৪টি চেসিস তৈরী করে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় বাজার হতে কাচামাল সংগ্রহ করে ডাই শপে থাকা ৩০০ টন নিউমেটিক প্রেসার মেশিন, ৫০ টন পাওয়ার প্রেস মেশিন, লেদ, শেপার ও মিলিং মেশিন ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ডাই এর মাধ্যমে নিজস্ব স্বক্ষমতায় ৮০ সিসি মডেলের মোটরসাইকেলে ব্যবহার উপযোগী চেসিস তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে বিদেশ হতে আমদানী কৃত উন্নতমানের ৮০ সিসি মোটরসাইকেলের ইঞ্জিনসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ উক্ত চেসিস এর সাথে সংযোজনপূর্বক সফলভাবে রোড টেষ্ট সম্পন্ন করা হয়। তাছাড়াও ৮০ সিসি এবং ১২৫ সিসি মডেলের কয়েকটি যন্ত্রাংশ (স্প্রোকেট, মেইন ষ্টেন্ড, সাইড ষ্টেন্ড এবং হ্যান্ডেল) পরীক্ষামূলকভাবে তৈরী করা হয়। বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিসি ভিত্তিক বাজার চাহিদা পর্যালোচনাপূর্বক এবিএল-এর কারখানায় ১০০, ১২৫ ও ১৫০ সিসি সেগমেন্টে এর মোটরসাইকেলের চেসিস ও গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ বানিজ্যিক উৎপাদনের বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

গাজী ওয়্যারস্ লিঃ (গাওলী) এর উন্নয়নে "গাজী ওয়্যারস্ লিঃ (গাওলী)-কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ছে। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ মতে সংশোধন-পূর্বক শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ৬৮.৯৮ কোটি টাকা। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১।

কারখানায় বিদ্যমান খালি জায়গায় অটোমেশন পদ্ধতির একটি নতুন সংযোজন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর কার্যক্রম হিসেবে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জার্মান প্রতিষ্ঠান DURR এর সহিত যোগাযোগের পর উটজজ গ্রুপ হতে একটি Service Agreement পাওয়া গেছে। উক্ত Service Agreement চূড়ান্তকরণের জন্য পিআইএল কোম্পানী বোর্ড কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের পর এ্যাসেম্বলী কারখানা স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশনের পরিচালক জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ গত ২৯/০৮/২০১৮ তারিখে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি বিএসইসি'র পরিচালক (বানিজ্যিক) এবং পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এর দায়িত্ব পালন করছেন।

বিএসইসি'র পরিচালক হিসেবে যোগদান

জনাব আনিসুল-হক ভূইয়া, যুগ্মসচিব গত ১০/০৫/২০১৮ তারিখে বিএসইসি'র পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি বিএসইসি'র পরিচালক (অর্থ) এবং পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল)-এর দায়িত্ব পালন করছেন। উল্লেখ্যে যে, তিনি পূর্বে রেশম বোর্ডের মহাপরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর সাথে বিএসইসি'র বৈঠক

গত ১৮-০৩-২০১৮ তারিখে চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান-এর সভাপতিত্বে বিএসইসি'র সভাকক্ষে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা, বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উত্তরণের উপায়, প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন প্রস্তাব, প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সম্পদ (ভূমি, জনবল ও অন্যান্য) বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. সনজয় চক্রবর্তী, উপ-পরিচালক (উপসচিব), বিডা, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা । এছাড়া সভায় বিএসইসি'র পরিচালকবৃন্দ, নিয়ন্ত্রণাধীন চালু আটটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ বিএসইসি'র অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা, বিরাজমান সমস্যা, উত্তরণের উপায়, প্রোডাক্ট ডাইভারসিফিকেশন প্রস্তাব, প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ তাদের নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ড. সনজয় চক্রবতী তাঁর বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ। ডেমোগ্রাফিক সূচক অনুযায়ী এদেশে কর্মক্ষম বৃহৎ জনবল আছে। তিনি বলেন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার এখনই উপযুক্ত সময়। কিন্তু সময় উপযোগী পদক্ষেপের ও প্রযুক্তিগত দক্ষ জ্ঞানের অভাবের কারণে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। তিনি আমাদের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সকলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন।

বিএসইসি'র ৫৯০তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৩-০৫-২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)-এর ৫৯০তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিএসইসি ও নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ও বাস্তবয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভা শেষে বিএসইসি হতে পিআরএল-এ গমনকরী পরিচালক

(উৎপাদন ও প্রকৌশল) জনাব ডেভিড পল স্বপন খন্দকার ও বিএসইসি'র হিসাব নিয়ন্ত্রক জনাব এম এ আকবর হোসেন-কে ফুল ও ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে সংবর্ধনা দেয়া হয়। পরবর্তীতে বিদায়ী কর্মকর্তাদ্বয়ের কর্মজীবনের স্মৃতিচারন করা হয় এবং তাদের সুস্থ্যতা ও দীর্ঘ আয়ু কামনা করা হয়।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঃ উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে রূপান্তর

মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব ও চেয়ারম্যান, বিএসইসি।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঃ উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে রূপান্তর
মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব ও চেয়ারম্যান, বিএসইসি।

এদেশে রাষ্ট্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত কলকারখানাগুলোর বর্তমান অবস্থা অনেকটা অভিজ্ঞ সেই বৃদ্ধের মত যার একসময় জৌলুস ছিল, উদ্যম ছিল, যিনি তাগড়া অবস্থায় পরিবারের সকল প্রয়োজনের ভার নিতো কিন্তু আজ সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে সামাজিক পরিবর্তনের ধারায়, বয়স্ক হলেও রাষ্ট্রীয় পণ্য ব্যবস্থাপনা ও সরকারী সরবাহে তার অনস্বীকার্য অবদান রেখে চলেছে। বেসরকারীকরণ, deregulation, downsizing, denationalization ধরনের দাতা সংস্থাসমূহের দেয়া দিক-নির্দেশনা হুবহু অনুসরণ ও মাণ্য করার কারণে রাষ্ট্রের জন্য অতি প্রয়োজনীয়, জনকল্যাণের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পগুলো বেহাত হয়েছে, মূল্যবান সম্পদের অপচয় হয়েছে এবং বাজারে অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য ও মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রীয়খাতে শিল্প কারখানা বজায় রাখার যৌক্তিকতাসমূহ নিম্নরূপ বিবেচনা করা যায়ঃ

- দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য;
- মৌলিক প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্য;
- রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির জন্য;
- পরনির্ভরশীলতা থেকে উত্তরণের জন্য রাষ্ট্র তথা-রাষ্ট্রের সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে শিল্পখাত থাকা;
- গণপ্রজাতন্ত্রের সকল জনগণের কল্যাণে উৎপাদিত পণ্যের মান সম্পর্কে কোন ঝুঁকি নেয়া অনুচিত। কিন্তু নিজস্বভাবে উৎপাদনের মান (Standard) যদি সম্মুখে না থাকে তাহলে বিজ্ঞাপনের চমকের এ যুগে বেশি মূল্যে কম মানের পণ্য কিনে রাষ্ট্রের জনগণের ঠকার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। এ ক্ষেত্রে মানদন্ড হিসাবে রাষ্ট্রীয় খাতে উৎপাদিত পণ্য একটা গ্যারান্টি তথা মাননিয়ন্ত্রণ পরিমাপক হিসেবে এবং প্রতিযোগিতা বিরাজমান থাকে।
- মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে যখন তখন দাম বাড়ানো, উৎপাদন খরচের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্য দাবী করা, অতি মুনাফালোভী উৎপাদক কে নিবৃত্ত করা, বাজারে Monopoly, Cartel, Syndicating ও প্রতিযোগিতাহীনতা ইত্যাদি দূর করে একটি স্থিতিশীল প্রতিযোগিতামূলক বাজার বজায় রাখা;
- ক্রেতা জনসাধরণের কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের হাতের হাতিয়াঝর হলো রাষ্ট্রায়ত্ত/ রাষ্ট্রীয় নিজস্ব কলকারখানাসমূহ;
- যদিও রাষ্ট্রায়ত্ত/ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পের সমালোচনা করে বলা হয় যে, এরা শুধু ক্ষতি করছে, লাভ করতে পারছে না। রাষ্ট্র কেন ক্ষতির ভার বহন করবে? বেসরকারী খাতে ছেড়ে দিলে লাভবান অবস্থায় চলবে, বেসররকারী খাতকে উৎসাহিত করতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু রাষ্ট্র তো ব্যবসায় করার জন্য সৃষ্টি হয়নি, এটা তার কাজও নয়, মূলতঃ জনকল্যাণ নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের কাজ, আর সেই কর্তব্যের অন্যতম হাতিয়ার হলো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন কলকারখানাসমূহ। দাতাদের ব্যবসায় সুবিধার জন্য তাদের Formula সমূহ নিয়ে এতো যে, বেসরকারীকরণ করা হলো তার ফল কী হয়েছে? বেরসকারী খাতে ছেড়ে দেয়া কয়টা প্রকল্প এখনও টিকে আছে? আমারা কি জানি এর ফলে কতজন শ্রমিক retrenched হয়েছে, কত পরিবার অসহায় অবস্থায় নিপতিত হয়েছে? ১৯৯৯ সালে ILO'র এক study তে জানা যায় যে, ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বেসরকারীকরণের ফলে মোট ৮৯৯৭১ জন শ্রমিক retrenched হয়েছিল। তবে তাদের আয়ের উপর নির্ভরশীল কতজন লোকের মুখের আহারের উপায় নষ্ট হয়েছে-একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সেটিও বিবেচনায় নিতে হবে। Inclusive Governance এর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কল্যাণে অবশ্যই সকল দিক বিবেচনায় নিতে হবে। যেখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সেখানে দাতাদের দেয়া Framework-এ কি আমাদের সেই কল্যাণ হবে? বরং অনেক মূল্যবান সম্পত্তি বেহাত হয়েছে মাত্র। বিশ্বব্যাংকের (১৯৯৩) এক রিপোর্টে জানা যায় যে, ৪৯৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৪৫ টি তখনই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৯৭ সালে এক গবেষণায় (Sen, ১৯৯৭) দেখা গেছে যে, ১৯৭৯-৯৪ এর মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এমন ২০৫টি প্রতিষ্ঠান জরিপ করে দেখা গিয়েছিল যে, এর ৪০% বন্ধ রয়েছে এবং ৫% এর কোন খবরই নেই!! সুতরাং বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে আমাদেরকে ভাবতে হবে, এখনও যা হাতে রয়েছে তার উন্নয়নের এবং এখানে যথাযথ বিনিয়োগ করার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।

বর্তমানে রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে আজ নানাবিধ সমস্যা বিরাজমান যার মধ্যে নিম্নোক্ত সমস্যা সমূহকে প্রধান হিসেবে বিবেচনা করা যায়:-

- রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ অধিকাংশই পুরাতন মেশিনারীজ ও সেকেলে প্রযুক্তি নির্ভর। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিএমআরই করণ অতীব প্রয়োজন।
- অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে তীব্র তারল্য সংকট রয়েছে ফলে কাচামাল সংগ্রহ, মেশিনারীজ রক্ষণাবেক্ষণসহ যাবতীয় উৎপাদন কার্যক্রমে তৈরী হয়েছে স্থবিরতা। একই সাথে কাঁচামালের ক্রয়মূল্য ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান বাজারে টিকে থাকতে শিল্প সমূহকে হিমশিম খেতে হচ্ছে ও ভবিষ্যতে চাহিদা পূরণে নতুন নতুন প্রকল্প প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না।
- আমদানি খাতে সরকারি সম্পূরক শুল্কের হার অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি, বিপণন স্তরে অতিরিক্ত সরকারি কর আরোপ এবং কারখানা পর্যায়ে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠানে সরাসরি ক্রয় পদ্বতিতে পণ্য বিক্রয়ে বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করায় রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ ব্যাপক হারে বাজার হারাচ্ছে।
- সরকারী বিভিন্ন সেক্টরে বিদ্যমান নাগরিক সেবা/সুবিধা কমানো তথা যুগোপযোগী না করায় যেমনঃ গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকায় উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা হ্রাস ও উল্লেখযোগ্য পরিমানে ব্যক্তি পর্যায়ে ক্রেতা না থাকায় রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ ক্ষতির মুখে পড়ছে ।
- সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে 'টার্ণ কী বেসিস' এ প্রকল্প অনুমোদনের ফলে সরকারী পণ্য কে অগ্রাজ্য করেই নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে।
- পর্যাপ্ত পরিমানে দক্ষ জনবলের অভাব ও প্রশিক্ষণসহ যথাযথ গবেষণার সুযোগ না থাকায় সরকারী উৎপাদনে জড়িত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মতাদের অদক্ষতার ফলে রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ কে হুমকির সন্মুখীন হতে হচ্ছে।
- বর্তমান বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে প্রচার প্রচারণা না থাকায় ব্যক্তি পর্যায় থেকে বিভিন্ন স্তরে ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।
- বাজারে বিএসটিআই'র অনুমোদনহীন নিম্নমানের পণ্যের সহজ প্রাপ্যতা ও তা রোধে সঠিক মনিটরিং এর অভাব এবং সরকারী উৎপাদিত পণ্যের নকল পণ্য বাজারে সয়লাব হওয়ায় রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের বাজার দিন দিন সংকুচিত হচ্ছে। একই সাথে আর্ন্তজাতিক মানের গুণগত মান নির্নয়ের পর্যাপ্ত ল্যাবরেটরী টেস্টিং অথরিটি না থাকায় দেশজ তথা বিদেশে রপ্তানিতে রাষ্ট্রয়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমহের উৎপাদিত পণ্য উল্লেখযোগ্য হারে ভুমিকা পালন করতে পারছে না। প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও অদক্ষতার ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। শ্রমমজুরী স্বল্প হলেও উৎপাদনশীলতার বিবেচনায় এ দেশের শ্রমের মূল্য অধিক । তবে ধুঁকে ধুঁকে চললেও এখনও রাষ্ট্রখাতের শিল্পসমূহ জনকল্যাণে অবদান রেখে যাচ্ছে। যদি যথাযথ সময়োপযোগী

প্রকল্প নেয়া হতো, আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তি অগ্রসরতার সাথে তাল মিলিয়ে চলার মত কার্যক্রম ও পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকতো তাহলে আজ এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না। এখনও সময় শেষ হয়ে যায়নি, সম্পদসমূহ যথাযথ কাজে লাগিয়ে লাগসই প্রকল্প গ্রহণ করে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন পুরানো মিল কারখানাগুলো পুনরুজ্জীবিত করে, নতুন নতুন কলকারখানা সৃষ্টি করে, প্রযুক্তি সৃষ্টি করে, প্রযুক্তি এনে, জনবলকে প্রশিক্ষিত করে এ দেশে নবজাগরণ আনা যেতে পারে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিল্পসমূহের পুনরুজ্জীবনের জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিতে হবে, একে শক্তিশালী করার জন্য যা যা করার দরকার তা করতে হবে, কারণ এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হবে রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণে, সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য তথা দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো ঃ-

- পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বরাদ্দের ভিত্তিতে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সাথে বর্তমান উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার সাথে তাল রেখে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্পের বিএমআরই করণ করা এবং কাচামাল সংগ্রহ, মেশিনারীজ রক্ষণাবেক্ষণসহ যাবতীয় উৎপাদন কার্যক্রমে তারল্য সংকট থাকলে তা নিরসন করা।
- রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহে অসামঞ্জস্যপূর্ন শুল্ক এবং বিক্রয়ে Tariff, Tax ও Vat সুবিধা প্রদান করা।
- উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য শ্রমিক-কর্মচারী-ব্যবস্থাপকগণকে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নসহ তা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।
- রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্পের উৎপাদিত পণ্য সরকারী ক্রয়ে বাধ্যতামূলক করার সাথে সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠানে সরাসরি ক্রয় পদ্বতিতে পণ্য বিক্রয়ে বিভিন্ন ভাবে বিশেষ করে উদ্দেশ্য মূলকভাবে তৈরী প্রতিবন্ধকতা দূর করা।
- বিএসটিআই অনুমোদনহীন নিম্নমানের পণ্য বাজারে প্রাপ্যতা রোধে সঠিক মনিটরিং করা। একই সাথে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির স্বার্থে আর্ন্তজাতিক মানের গুণগত মান নির্নায়ক ল্যাবরে-টরী স্থাপন করা।
- অবাধ ও যুগোপযগী প্রচার প্রচারনার মাধ্যমে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্পের উৎপাদিত পণ্য উৎকর্ষতা সকলের কাছে তুলে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি দেশে ও বিদেশে বাজারজাত করণের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- রাষ্ট্রের জনগণের কাছে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত শিল্পের উৎপাদিত পণ্য সহজে পৌছে দেয়ার জন্য সেল্‌স পয়েন্ট, ডিলার ও কমিশন এজেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- শিল্পসমূহের নিয়ন্ত্রণে থাকা জমির উপর্যুক্ত ব্যবহারকরণ তথা পণ্য/সেবা উৎপাদনে যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনে পিপিপি'র মাধ্যমে backward-forward linkage industry স্থাপন করা।

বর্তমানে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করায় শিল্পখাতে হুমকি সমূহ ও করণীয়:

- স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ার সুবাদে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কানাডার বাজারে অগ্রাধিকারমূল বাজার সুবিধা (জিএসপি) পাওয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি হবে। যা প্রথ্যক্ষভাবে শিল্প খাতকে প্রভাবিত করবে। স্বপ্লোন্নত দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ এখন রপতানিতে বিশেষ ভর্তুকি দিয়ে থাকে। যা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। উন্নয়নশীল দেশে গেলে রপতানিতে বিশেষ ভর্তুকি দেয়ার সুযোগ থাকবে না। তাই শুধুমাত্র পোষাক শিল্প নয় উদীয়মান সকল শিল্পে এর বৈরী প্রভাব পড়বে ফলে সার্বিকভাবে শিপ্পের বিকাশ ও টিকে থাকায় অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে।
- অন্যদিকে বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা হারানো আশঙ্কা রয়েছে। ডব্লিও এর আওতায় সল্পন্নোত দেশগুলোকে শতভাগ শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা দিচ্ছে উন্নত দেশগুলো। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অনান্য সকল দেশে প্রাপ্ত এ সুবিধা হারালে বাংলাদেশে শিল্পখাতে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি হুমকির মুখে পড়বে।
- উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেলে রফতানিতে অতিরিক্ষ সাত শতাংশ ট্যারিফ চার্জ দিতে হবে। এতে করে বাংলাদেশর রফতানি সাড়ে পাঁচ শতাংশ থেকে সাড়ে সাত শতাংশ কমে যাবে। ডলারে হিসেব করলে তা ১৫০ কোটি ডলার থেকে ২২০ কোটি যার ফলে শিল্পের বাজার মারাত্নক-ভাবে ব্যহত হতে পারে।
- স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ বহির্বিশ্ব থেকে এখন যতটা সহজ শর্তে ঋণ পায়, উন্নয়নশীল দেশ হয়ে গেলে সেটি পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে -যা পরোক্ষভাবে শিল্প খাতকে প্রভাবিত করবে। জাপান, চীনসহ বিভিন্ন দেশে থেকে বাংলাদেশ সরাসরি (অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স-ওি-ডএ) যেসব ঋণ পায়, উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেলে সেসব ঋণের শর্ত কঠিন হয়ে যাবে।
- স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ উন্নত বিশ্ব থেকে অনুদান পেয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশ হয়ে গেলে সে অর্থায়নও বন্ধ হবে-যা টেকসই শিল্প প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হবে। বতসোয়ানা, মালদ্বীপ, সামোয়া, গিনি ও কেপভার্দে- এই পাঁচটি দেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে গেছে। এসব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা করলে ভুল হবে। কারণ, পাঁচটি দেশের জনসংখ্যা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম। দুই থেকে তিন কোটি। আমাদের শুধু ঢাকা শহেরেই দুই কোটি মানুষের বসবাস। তাছাড়া, এলডিসি থেকে উত্তরণ হলেই যে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) বাড়বে, এমন ধারণা করা ঠিক হবে না। এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তন আসবে। কিন্তু এফডিআই বাড়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব কাজ করবে না। কারণ, এফডিআই বাড়ার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিবেশ, নীতি কৌশল, বিদ্যুৎ, গ্যাস, অবকাঠানো প্রাকৃতিক সম্পদ- এর কিছুর নির্ভর করে। আর তাই শিল্প ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি অসম্ভব হয়ে পড়বে।
- এছাড়া উন্নয়নশীল দেশ হলেই প্রবাস আয় বেড়ে যাবে এমন ধারণাও ঠিক নয়। কারণ, প্রবাস আয় বাড়ার ক্ষেত্রে এলডিসিস্ট্যাটাস নির্ভর করে না। নির্ভর করে রেমিটেন্স পাঠানোর সুযোগ সুবিধা, নিরাপত্তা, প্রবৃদ্ধি ও আয়-এসব বিষয়ের ওপর।

তবে, বিশ্বের অনেক দেশে আছে যারা এলডিসিভুক্ত দেশ না হয়েও এলডিসির সুবিধা পেয়ে থাকে। আবার অনেক দেশ আছে যারা এলডিসিভুক্ত দেশ হয়েও সুবিধা পায় না। বাংলাদেশ যখন এলডিসি থেকে বের হবে, তখন উন্নত বিশ্ব বাংলাদেশের কাছে আসবে এসব সুবিধা বাতিলের বিষয়ে কথা বলতে। তখন তাদেরকে বোঝাতে হবে, ঋণের শর্ত কঠিন করলে, জিএসপি বাতিল করলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ঝুঁকিতে পড়বে। মানুষ আবার দারিদ্রসীমার নিচে নেমে আসবে। তাদেরকে বোঝাতে পারলে তখন ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ উন্নত বিশ্ব সুবিধা বহাল রাখতে পারে। এলডিসি থেকে উত্তরণ হওয়াতে বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, সম্মান বেড়েছে। ভিয়েতনামের মতো অনেক দেশের সঙ্গে এফটিএ করতে পারবে। জিএসপি প্লাস সুবিধাও পেতে পারে।

বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ, ডেমোগ্রাফিক সূচক অনুযায়ী এদেশে কর্মক্ষম বৃহৎ জনবল থাকায় অর্থনীতিকে উন্নত করার এখনই উপযুক্ত সময়। এ দেশ এখন আর পরনির্ভরশীল নয়- দরিদ্রও নয়। বরং বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পথে রয়ছে। তাই নিজের কলকারখানা গুলোকে বাঁচানোর মত এবং নব নব শিল্প স্থাপনের জন্য আর্থিক, নৈতিক, রাজনৈ-তিক, সামাজিক মানবসম্পদ এ দেশের আছে। বিদেশী নির্ভরতা ছাড়াই বর্তমানে বাংলাদেশ এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে, সেজন্য দরকার মহাপরিকল্পনা এবং সঠিক নীতি গ্রহণ। জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অঙ্গীকার রক্ষায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের পুনরুজ্জীবন আবশ্যক। সরকার- ব্যবস্থাপনা- শ্রমিক মিলে মিশে শিল্প জাগরণের মাধ্যমে আগামী বিশ্বের বিস্ময় হিসেবে আাবির্ভূত হবে শিল্পে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি

নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক, বিএসইসি

যে কোন কাজেরই একটা লক্ষ্য থাকে। এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শিল্পায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত মূলভাব টি গ্রহণ করা যায়।

''উৎপাদন বাড়বে গুনগত মান দিয়ে
বিক্রি হবে ব্যয় হ্রাস ও বিপণন কৌশল দিয়ে"

শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তা নাহলে মূলধন ব্যয়ের অব্যবহৃত অংশের জন্য Cost of Capital উৎপাদন ইউনিট প্রতি বৃদ্ধি পাবে। অপর দিকে প্রকল্প গ্রহণের সময় সম্ভব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা নিয়ে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি বিনিয়োগের অর্থের ক্ষুদ্রতম অংশের জন্যও ব্যয় নির্বাহকৃত হয়। তাছাড়া Plant-এর Depreciation Cost প্রতিটি ইউনিটের ওপর পড়ে বিধায় বছর ভিত্তিক যথাযথভাবে Depreciation Cost নিরূপন করতে হবে।

প্রতিয়োগিতায় টিকে থাকতে হলে পন্যের গুনগত মান নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। পণ্যের ডিজাইন, বহুমুখী ব্যবহার, ধরণ ইত্যাদিকে সামনে রেখে স্থায়িত্বের বিষয়টি সর্বদা মাথায় রাখতে হবে। সস্তার তিন দুরাবস্থার কথা ভেবে ক্রেতা সাধারণ বর্তমানে সস্তায় নিম্নমানের পণ্য ক্রয় করতে আগ্রহী নয়। কথায় আছে ''Quality first and the profit is its logical sequence" উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে শতভাগ গুনগতমানের পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা য়ায়। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কর্মীর বিকল্প নেই। কাজের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ অব্যহত থাকবে। ''বৃক্ষটি কী, ফলে পরিচয়"-এ মূলভাবকে সামনে রেখে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে হবে। এ ব্যয় হ্রাস করা গেলে প্রতিষ্ঠান লাভজনক হবে। অন্যথায় লোকসান নিশ্চিত। কারন বাজারে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

- বাজার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন মেশিনারী স্থাপন
- ব্যবহৃত কাঁচামালের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- Scrap যথাসম্ভব কমিয়ে আনা
- অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ/সৃষ্টি
- মেশিনারীর Shut down কমিয়ে আনা
- পণ্য ক্রয়ে যথাযথ নিয়ম নীতি অনুসরণ
- বৎসর ভিত্তিক Plant/Machinery- Gi Depreciation যথাযথভাবে নির্ধারণ

উৎপাদন বৃদ্ধি হলো, সঠিক মানের পণ্য উৎপাদিত হলো উৎপাদন ব্যয়ও হ্রাস পেলো। বিবেচনায় এবার নিতে হবে পণ্য ব্যবহারে সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে সঠিক বিপণন। আমরা অনেক ক্ষেত্রে বিপণনের সংজ্ঞাকে সংকুচিত করে ফেলি। প্রচার-প্রচারণার যুগে পণ্যের বিক্রি বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞাপন দেয়ার যথেষ্ঠ প্রয়োজন আছে এবং উৎপাদনকারীগণ বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন কৌশলও অবলম্বন করে থাকে। মনে রাখতে হবে, বাজারে যদি পণ্যের চাহিদা না থাকে অর্থাৎ সম্ভব্য ব্যবহারকারীরা যদি পণ্যটি কী কাজে লাগে তা নির্ধারণ করতে না পারে তাহলে পণ্যের বিক্রি হবেনা। বিক্রি না হলে মূলধন ব্লক হয়ে থাকবে। তাহলে বিক্রি বৃদ্ধি করার জন্য যে পদক্ষেপটি আগে নেয়া দরকার তাহলো পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি নিরূপন করেই পণ্যের উৎপাদন করতে হবে। ইংরেজরা নাকি বিনা পয়সায় চা পান করাতো চাহিদা সৃষ্টির জন্য। এখন চা পান অনেকের জীবনের অপরিহার্য অংশ । অনুরূপভাবে টিস্যু পেপারও এক সময় এ দেশের মানুষ ব্যবহার করতো না । কারণ এর ব্যবহার জানতোনা। উৎপাদনকারীগণ এ টিস্যু পেপার অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সাথে ছোট ছোট প্যাকেট বিনামূল্যে দিয়ে ব্যবহার শিখিয়েছে। এখন সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত টিস্যু পেপার ব্যবহার করছে। তাই বিপণনে পণ্যের বাহারি মোড়ক, প্রচারণার পাশাপাশি সমাজে পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি অর্থাৎ ভবিষ্যত ব্যবহারকারী সৃষ্টি করতে হবে। এ কাজটি যে যত দক্ষভাবে করতে পারে সে তত বেশি লাভবান হবে।

কুইজ!!!

সঠিক প্রশ্নের উত্তরদাতার মধ্য হতে লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত উত্তরদাতার প্রতিষ্ঠানের একটি বিজ্ঞাপন পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

ক. বিএসইসির বর্তমান চালু কয়টি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে?
খ. ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ-এ কী পণ্য উৎপাদিত হয়?
গ. ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস কত তারিখে পনঃচালুকরণ করা হয়?
ঘ. ইস্টার্ণ টিউবস লিঃ-এ কী পণ্য উৎপাদিত হয়?
ঙ. ২০১৮ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিয়তায় উদীয়মান খেলোয়াড়ের মধ্যে পুরস্কার প্রাপ্ত খেলোয়াড়ের নাম কী?

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

এমআইএস ও আইসিটি বিভাগ
বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন
বিএসইসি ভবন, ৫ম তলা, ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।

এক নজরে বিএসইসি'র চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ।

এটলাস বাংলাদেশ লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৬ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ জমির পরিমান ঃ ৯.৬২ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ১১০.৩১ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৭৫ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ জংশেন ব্রান্ড মটর সাইকেল
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৭০০০
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন

বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাক্টরী লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৮০ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ জমির পরিমান ঃ ০.৮৯ একর
- ✓ মূলধন ঃ ০৪.০০ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ৮৩ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ সোর্ড ব্লেড (শেভিং ব্লেড)
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৩.৭৫ কোটি পিছ
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ বিএসটিআই সনদ প্রাপ্ত, ISO9001 ঃ 2008

ন্যাশনাল টিউবস লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৪ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১৪.৩১ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ৪৪.৬৭ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ২১২ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ এপিআই, এমএস ও জিআই পাইপ
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ১০০০০ মেট্রিক টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ এপিআই এবং আইএসও ৯০০১ ঃ ২০০৮ সনদপ্রাপ্ত

ইস্টার্ন টিউবস লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৪ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১.০০ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ২২.০২ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৩০ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিভিন্ন ওয়াটের টিউব লাইট, সিএফএল বালব, এলইডি বালব
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ টিউব লাইট ৪.৮০লাখ ও সিএফএল বালব ১.৫ লাখ
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ BSTI, ISO9001 ঃ 2008

ইস্টার্ন কেবলস লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৭ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের পতেঙ্গা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ২৫ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ৭২,১৪ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ২৪৮ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিভিন্ন প্রকার বৈদ্যুতিক তার
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৪৫০০ মেট্রিক টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ জার্মান ষ্ট্যান্ডার্ড, ব্রিটিশ ষ্ট্যান্ডার্ড ও ISO9001 ঃ 2008 ও BSTI সনদপ্রাপ্ত

প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৬ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডের বাড়বকুন্ড
- ✓ জমির পরিমান ঃ ২৪.৭৫ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ২২৮.৮৩ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ৩১৯ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিভিন্ প্রকার যানবাহন
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ১৩০০টি যানবাহন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন

গাজী ওয়্যারস লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৬ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের কালুরঘাট শিল্প এলাকা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ৩.৮৯ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ২২.৮০ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১২৪ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ সুপার এনামেল তামার তার
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৪৫০ মেট্রিক টন
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ ব্রিটিশ ষ্ট্যান্ডার্ড ও বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ড, যা ISO9001 ঃ 2008 ও BSTI সনদপ্রাপ্ত

জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুঃ কোং লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৯ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ চট্টগ্রামের পতেঙ্গা
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১০০.০০ একর
- ✓ চলতি মূলধন ঃ ৮২.০৪ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ১৮৯ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ বিতরণ ও পাওয়ার ট্রান্সফরমার (৫ এমভিএ পর্যন্ত), এইচটি ও এলটি সুইচগিয়ার, বিতরণ প্যানেলস, ড্রপ আউট ফিউজ, লাইটনিং এ্যারেষ্টর, ইত্যাদি)
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ১৮৭৫ টি
- ✓ সার্টিফিকেশন ঃ আইএসও ৯০০১ ঃ ২০০৮

ঢাকা স্টীল ওয়ার্কর্স লিঃ

- ✓ প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬৪ সালে
- ✓ অবস্থান ঃ টংগী শিল্প এলাকা, গাজীপুর
- ✓ বন্ধ হয় ঃ ১৯৯৪ সালে
- ✓ পুনরায় চালুকরণ ঃ ০৮/০৭/২০১৮
- ✓ জমির পরিমান ঃ ১৭.০০ বিঘা
- ✓ মূলধন ঃ ২.৫০ কোটি টাকা
- ✓ জনবল ঃ ২৭ জন
- ✓ উৎপাদিত পণ্য ঃ এমএস রড
- ✓ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ৩০০০ মেঃ টন

"সরকারি যানবাহন ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠান (প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ)-এর সংযোজিত গাড়ী ক্রয়ে অগ্রাধিকার প্রদান"

- **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**

"এখন হতে সকল সরকারি procurement-এর ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্রয় করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় মালামাল না পাওয়া গেলে বাহির থেকে ক্রয় করা যাবে।"

- **প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়**
- **একনেক সভা**

"সরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে সরাসরি ক্রয়ের বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা"

- **পাবিলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮**
- **বিধি ৭৬(১)(ছ)**

বিএসইসি ভবন, ১০২, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।
ফোন ঃ ০২-৯১৪১০৭৩, ০২-৮১৮৬৪১, ০২-৮১২০৫৭৩, ০২-৯১৪০৭৯৬
ফ্যাক্স ঃ ০২-৮১৮৯৬৪২, ই-মেইল ঃ bsecheadoffice@gmail.com
ওয়েব সাইট ঃ www.bsec.gov.bd

সম্পাদনা কমিটি

জনাব নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ, অতিরিক্ত সচিব ও পরিচালক, বিএসইসি।
ড. মোঃ আমিরুল মমিন, সচিব বিএসইসি।
জনাব মোঃ পান্নু মোল্যা, উপ প্রধান ব্যক্তি প্রশাসন কর্মকর্তা, বিএসইসি।
জনাব মোঃ আশরাফুল আলম, সিস্টেম এনালিস্ট ও বিভাগীয় প্রধান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এমআইএস ও আইসিটি বিভাগ, বিএসইসি।